রাজধানীতে প্রকাশ্যে বিএনপি কর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

নিহত বিএনপি কর্মী পলাশ। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর সবুজবাগে পলাশ (৩৬) নামে এক বিএনপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার (২১ জুলাই) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে রাজারবাগ পানির পাম্পের কাছের একটি গলিতে হামলার শিকার হন তিনি। পূর্বশত্রুতার জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছেন নিহতের স্বজনরা।

হামলার পর গুরুতর আহত পলাশকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে রাত ১০টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পলাশের বন্ধু মো. হিরার অভিযোগ, রয়েল নামে এক ব্যক্তি ও তার সহযোগীরা এ হামলায় জড়িত। তার দাবি, হামলাকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পলাশের দুই হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া তার বুকে ছুরিকাঘাত করা হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর জখমের চিহ্ন পাওয়া যায়। পলাশ আগে ভাড়ায় গাড়ি চালালেও বর্তমানে বেকার ছিলেন। তিনি সবুজবাগ ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কর্মী ছিলেন বলেও জানান হিরা।

হিরার ভাষ্য, প্রায় এক সপ্তাহ আগে রিকশা চুরির অভিযোগে সবুজ নামের একজনকে আটক করা হয়েছিল। পরে রয়েল তাকে ছাড়িয়ে নেন। এ ঘটনা নিয়ে পলাশের সঙ্গে রয়েলের বিরোধ তৈরি হয় এবং তাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটিও হয়। ওই বিরোধের জের ধরে হামলা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন তারা।

তবে নিহতের বোন জোসনা আক্তার বলেন, কিছুদিন আগে রয়েল নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে পলাশের মারামারির ঘটনা ঘটেছিল। তাদের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার সোনাপুরে। পলাশ সবুজবাগের মাদারটেক চৌরাস্তা এলাকায় থাকতেন এবং বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রায় ছয় মাস আগে তার বিয়ে হয়। তবে হত্যাকাণ্ডে কারা জড়িত, সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত নন।

সবুজবাগ থানার এসআই সাইফুর রহমান জানান, সবুজবাগ এলাকায় একজন নিহত হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গেছে। পাশাপাশি ঘটনাস্থলেও পুলিশ কাজ করছে। হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় বিরোধ ও পূর্বশত্রুতাকে হত্যার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও পুলিশ এখনো ঘটনার প্রকৃত কারণ ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।